সংবাদ

তারিখ 29 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ঢাকা বুধবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
Dhaka : Wednesday 29 May 2013

## সম্পাদকীয়

# পাবলিক-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অনিয়ম দূর করুন

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, দলীয় বিবেচনায় অনির্বাচিত উপাচার্য নিয়োগ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও দায়িত্বে থাকা ও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের একচ্ছত্র প্রভাবে চলছে দেশের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। সহযোগী দৈনিক গত মঙ্গলবার জানিয়েছে, দেশের চারটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মতোই মহাজোট সরকারের আমলেও নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে। গত প্রায় সাড়ে চার বছরে এ চারটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটিতেই অনির্বাচিত শিক্ষকরাই উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘ সময়ে ডাকসু, রাকসু, জাকসু এবং চাকসু নির্বাচন করতে পারেননি দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যরা। একমাত্র জাকসুতে উপাচার্য সিনেট সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

খবরে বলা হয়, এ চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আবাসিক হলগুলো দখল এবং ছাত্রলীগের মধ্যে দলীয় কোন্দল সৃষ্টিতে উপাচার্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। জাকসু বাদ দিলে ওপর ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেছে বহু আগে। এরপরও তারা বিনা নির্বাচনে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ব্যত্যয়। খবর অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বিরোধী ছাত্র সংগঠন কোণঠাসা হওয়ায় সংঘাত ও সহিংসতা হচ্ছে মূলত সরকারি ছাত্র সংগঠনের মধ্যেই। ঠিক একই চিত্র দেখা গেছে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে।

বর্তমান উপাচার্যের আমলে একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩শ' শিক্ষকের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় এভাবে অনিয়মে অন্য তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। সেখানে এদের মেধা ও যোগ্যতা বিভিন্ন মহলেই প্রশ্নবিদ্ধ। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী এ চারটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরাই এসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্ববিদ্যালয় শুধুই বিদ্যাচর্চার পীঠস্থানই নয়, একটি জাতির আলোকিত মনন বিচারের ব্যারোমিটারও। এখানে অধিক জ্ঞানচর্চা এবং গবেষণা একটি জাতিকে শুধু আলোকিতই করে না, দেশের চৌহদ্দি পেরিয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয় গোটা বিশ্বের মানবকল্যাণে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসের সঙ্গে সমার্থক হয়ে রয়েছে।

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও ভূমিকা পালনের পূর্বশর্ত তার প্রশাসনিক গণতন্ত্রায়ন। যা চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই উপেক্ষিত। এটা জাতির জন্য দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি গণতন্ত্র, চর্চায় ঘাটতি হয়, নগ্ন দলবাজির, অপসংস্কৃতি সব কিছুকে গিলে ফেলে, তাহলে জাতির গণতান্ত্রিক মানস সৃষ্টি হবে কীভাবে?

এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটা দরকার। মেয়াদোত্তীর্ণ উপাচার্যদের পরিবর্তে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী নতুন করে উপাচার্য নিয়োগ দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনের তারিখ অচিরেই ঘোষণা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে গণতন্ত্রায়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

আমরা চাই না, বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হোক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে জনগণের টাকায়। জনগণের টাকায় চলা একটি প্রতিষ্ঠান অনিয়মের আকড়ায় যেন পরিণত না হয় সেটা নিশ্চিত করা জরুরি।